বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গঠনতন্ত্র

Bangladesh Rowing Federation
Dhaka.



বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন

Alam

Mohammed Monirul Alam
General Secretary

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র

সূচীপত্র

ধারা-১	ঃ	শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতি।
ধারা-২	ঃ	সদর দপ্তর (প্রধান কার্যালয়) এর ঠিকানা।
ধারা-৩	ঃ	ফেডারেশনের পতাকা ও প্রতীক।
ধারা-৪	ঃ	কার্যক্রমের আওতা বা পরিধি।
ধারা-৫	ঃ	আওতাভুক্ত খেলাধুলা সমূহ।
ধারা-৬	ঃ	মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী।
ধারা-৭	ঃ	আওতাভুক্ত সংগঠন সমূহ।
ধারা-৮	ঃ	সাধারণ পরিষদ গঠন পদ্ধতি।
ধারা-৯	ঃ	সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়া এবং ভোট প্রদানের যোগ্যতা।
ধারা-১০	ঃ	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা।
ধারা-১১	ঃ	সাধারণ/প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কারণ।
ধারা-১২	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের সাংগঠনিক অবকাঠামো ও গঠন পদ্ধতি।
ধারা-১৩	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ।
ধারা-১৪	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব।
ধারা-১৫	ঃ	কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।
ধারা-১৬	ঃ	কার্য বৎসর।
ধারা-১৭	ঃ	অর্থ বৎসর।
ধারা-১৮	ঃ	সভার বিজ্ঞপ্তি।
ধারা-১৯	ঃ	সভার কোরাম।
ধারা-২০	ঃ	বিশেষ সভা ও তলবী সভা।
ধারা-২১	ঃ	সাধারণ সভা ও সভার আলোচ্যসূচী।
ধারা-২২	ঃ	ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন ও হিসাব পর্যবেক্ষন।

Bangladesh Rowing Federation
Dhaka.

Alam
Mohammed Monirul Alam
General Secretary
Bangladesh Rowing Federation
Bangabandhu National Stadium
VIP Gate-3, 2nd Floor, Dhaka-1000

ধারা-২৩	ঃ	ফেডারেশনের তহবিল।
ধারা-২৪	ঃ	বিভিন্ন কমিটি ও উপ কমিটি।
ধারা-২৫	ঃ	নির্বাচন ও নির্বাচন বিধি।
ধারা-২৬	ঃ	আওতাভুক্ত সদস্য বিষয়ক নীতিমালা।
ধারা-২৭	ঃ	আন্তঃ আওতাভুক্ত সংস্থার প্রতিযোগিতা।
ধারা-২৮	ঃ	খেলোয়ার নিবন্ধিকরণ।
ধারা-২৯	ঃ	বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ।
ধারা-৩০	ঃ	প্রতিযোগিতার বিধি ও উপ বিধি।
ধারা-৩১	ঃ	গঠনতন্ত্রের বিধি, উপ বিধির ব্যাখ্যা।
ধারা-৩২	ঃ	গঠনতন্ত্রের বিধি, উপ বিধির পরিবর্তন।
ধারা-৩৩	ঃ	সংশ্লিষ্ট কমিটির নির্দেশাবলী।
ধারা-৩৪	ঃ	মধ্যস্থতাকারী।
ধারা-৩৫	ঃ	আপীল কর্তৃপক্ষ।
ধারা-৩৬	ঃ	পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল।

Bangladesh Rowing Federation
Dhaka.

Alam

Mohammed Monirul Alam
General Secretary
Bangladesh Rowing Federation
Bangabandhu National Stadium
VIP Gate-3, 2nd Floor, Dhaka-1000

ধারা - ১ ঃ **শিরোনাম, সংজ্ঞা ও পরিচিতিঃ**

১.১ ঃ **সংগঠন নাম ঃ**

এই ফেডারেশন "বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন" নামে পরিচিত হবে।

১.২ ঃ **সংক্ষিপ্ত নাম ঃ**

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে- বি.আর.এফ (B.R.F)

১.৩ ঃ **মর্যাদা ঃ**

বি.আর.এফ- বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্বোচ্চ রোইং/ড্রাগন বোট/সোয়ান/কেনোই /কাইয়াক/সেইলিং/পাওয়ার ও ট্রাডিশনাল নৌকা বাইচ কর্মকান্ডের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪ ঃ **দাপ্তরিক ভাষা ঃ**

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এফ. আই. আর.এফ (FIRF) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে। দেশের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

১.৫ ঃ **ফেডারেশনের অর্থ ঃ**

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে ফেডারেশন বলতে "বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন" বোঝাবে।

১.৬ ঃ **আওতাভুক্ত সংগঠনের অর্থঃ**

আওতাভুক্ত সংগঠন বলতে সরাসরি বি.আর.এফ এর ক্রীড়া কর্মকান্ডের সাথে বৈধভাবে জড়িত গঠনতন্ত্রের ধারা ৮- এ উল্লেখিত সংস্থা ও রোইং ক্লাব সমূহকে বুঝাবে।

১.৭ ঃ **সাধারণ পরিষদের অর্থ ঃ**

সাধারণ পরিষদ বলতে অত্র গঠনতন্ত্রে ধারা ১০ এর অনুযায়ী গঠিত সাধারণ পরিষদকে বুঝাবে।

১.৮ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদের অর্থ ঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদ বলতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গনতান্ত্রিক উপায়ে ফেডারেশনের নির্বাহী কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত কমিটিকে বুঝাবে।

Alm

Mohammed Monirul Alam

Bangladesh Rowing Federation ★ Dhaka.

১.৯ ঃ **ফেডারেশন সদস্যদের অর্থ ঃ**
ফেডারেশনের সদস্য বলতে কেবলমাত্র নির্বাচিত ও মনোনীত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের/সদস্যাকে বুঝাবে।

১.১০ ঃ **কমিটির অর্থ ঃ**
কমিটি বা কমিশন বলতে ফেডারেশনের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নির্বাহী পরিষদের অধিনস্ত সকল সাব/কমিটি বা কমিশনকে বুঝাবে।

ধারা - ২ ঃ **সদর দপ্তর (প্রধান কার্যালয় ও বর্তমান ঠিকানা) ঃ**

২.১ ঃ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

২.২ ঃ ফেডারেশনের বর্তমান ঠিকানা-বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন, বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়াম, ভি. আই.পি গেইট-৩ (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০।

ধারা - ৩ ঃ **ফেডারেশনের পতাকা প্রতীক ঃ**

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা এবং প্রতীক থাকবে যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত থাকবে।

ধারা - ৪ ঃ **কার্যক্রমের পরিধিঃ**

৪.১ ঃ সমগ্র বাংলাদেশের রোইং, ড্রাগন বোট, কেনোই, কাইয়াক, সেইলিং, পাওয়ার ও ট্রাডিশনাল নৌকা বাইচ কার্যক্রম বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের আওতাভুক্ত থাকবে।

ধারা - ৫ ঃ **আওতাভুক্ত খেলাধুলা সমূহ ঃ**

৫.১ ঃ ট্রেডিশনাল নৌকা বাইচ, ইন্টারন্যাশনাল রোইং বোট প্রতিযোগিতা, ড্রাগন, সোয়ান বোট প্রতিযোগিতা, কেনোই, কাইয়াক, পাওয়ার বোট, সেইলিং বোট ও ভবিষ্যতে সংযোজিত অন্যান্য নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা।

ধারা - ৬ ঃ **মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলী ঃ**

৬.১ ঃ রোইং এর প্রসার, মান উন্নয়ন এবং আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে ফেডারেশনের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে বাংলাদেশ রোইং এর কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

Alm

Mohammed Monirul Alam
General Secretary
Bangladesh Rowing Federation

Bangladesh Rowing Federation
Dhaka.

৬.২ ঃ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রোইং প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা করা। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা উৎকর্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশে আমন্ত্রণ মূলক প্রতিযোগিতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, এশিয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা এবং বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের কার্যকর প্রয়াস গ্রহন।

৬.৩ ঃ বিশেষ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় দলের যাচাই, দল গঠন, কৌশল নির্ধারণ ও দলীয় খেলোয়ারদের আস্থাশীল করার লক্ষ্যে দেশে বা বিদেশে প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করা।

৬.৪ ঃ জাতীয় দলের প্রশিক্ষনের জন্য দেশী বা বিদেশী বা উভয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

৬.৫ ঃ নতুন ও উন্নত রোয়ার্স প্রজন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে যুব রোয়ার্স এবং স্কুল, কলেজ এর ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহন এবং বাস্তবায়ন।

৬.৬ ঃ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোইং ও ড্রাগন বোট প্রশিক্ষনার্থী, প্রশিক্ষক, স্টার্টার, অবজারভার, আম্পায়ার, জাজ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রশিক্ষনের সংশ্লিষ্ট সেমিনারে প্রশিক্ষনের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ায় সংযুক্ত ব্যক্তিবর্গের অংশ গ্রহনের প্রচেষ্টা চালানো।

৬.৭ ঃ দেশে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা উন্নত মানের পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোচ তৈরীর ব্যবস্থা করা।

৬.৮ ঃ আঞ্চলিক, মহাদেশীয়, ওয়ার্ল্ড রোইং সহ অন্যান্য নৌকা খেলা সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন এবং স্বীকৃতি গ্রহন, নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজন বোধে নতুন মাত্রা ও অধিক আকর্ষনীয় করার লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার প্রচেষ্টা চালানো।

৬.৯ ঃ জেলা ক্রীড়া সংস্থা, জেলার অধীনে গঠিত রোইং ক্লাব সমূহকে জেলার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া।

৬.১০ ঃ রোইং বোট, ড্রাগন বোট, কেনোই, কাইয়াক, সেইলিং পাওয়ার বোট, সোয়ান ও ট্রাডিশনাল বোট খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

৬.১১ ঃ আর্থিক ভাবে অসহায় এবং দুঃস্থ রোয়ারদের (নৌকা খেলোয়ারদের) এবং রোইং সংগঠকদের কল্যানে সহায়তা প্রদান করা।

৬.১২ ঃ আওতাভুক্ত অনুমোদিত রোইং ক্লাব সমূহকে ফেডারেশনের আর্থিক সংগতি সাপেক্ষে অনুদান (মঞ্জুরী), সংশ্লিষ্ট খেলার উপকরণ এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা।

Alam

Bangladesh Rowing Federation

৬.১৩ ঃ সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্বরনীকা প্রকাশ এবং গ্রন্থাগার স্থাপন করা।

৬.১৪ ঃ জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোইং/নৌকা বাইচ/ড্রাগন বোট, কেনোই, কাইয়াক, সেইলিং, পাওয়ার ও ট্রাডিশনাল বোট বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা শিবির ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৬.১৫ ঃ সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠক/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব এবং শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৬.১৬ ঃ পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে রোইং এর বৃহত্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।

৬.১৭ ঃ এশিয়ান রোইং ফেডারেশন (এ আর এফ), ইন্টারন্যাশনাল রোইং ফেডারেশন (এফ আই এস এ- ফিসা), ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগন বোট ফেডারেশন (আই ডি বি এফ), এশিয়ান ড্রাগন বোট ফেডারেশন (এ ডি বি এফ), সেন্ট্রাল এশিয়ান রোইং ফেডারেশন (সি.এ.আর.এফ), এশিয়ান কেনয় ফেডারেশন (এ.সি.এফ) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার শর্তাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা এবং যথাসময়ে নিবন্ধিকরণ ও ধার্যকৃত চাঁদা প্রদান করা।

ধারা - ৭ ঃ **এফিলিয়েটেড সংগঠন সমূহ ঃ**

জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন সাপেক্ষে বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন সাধারণ সদস্য হবেন।

৭.১ ঃ ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন কর্তৃক এফিলিয়েটেড/নিবন্ধনকৃত রোইং ক্লাব সমূহ।

৭.২ ঃ ক) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের আওতাভুক্ত বিভাগ/জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ।
খ) বাংলাদেশ সেনা বাহিনী।
গ) বাংলাদেশ নৌ বাহিনী।
ঘ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী।
ঙ) বাংলাদেশ রাইফেলস।
চ) বাংলাদেশ পুলিশ।
ছ) বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি।
জ) বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ "পাবলিক"।
ঝ) বাংলাদেশের সকল শিক্ষাবোর্ড সমূহ।
ঞ) বাংলাদেশের সিভিল ডিফেন্স ও ফায়ার সার্ভিসেস।
ট) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা।
ঠ) শিল্প/সংস্থা/বোর্ড/কর্তৃপক্ষ/দপ্তর যাহারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট খেলায় অংশ গ্রহন করে অথবা একটি জাতীয় পর্যায়ের রোইং, কেনোই, কাইয়াক ও নৌকা বাইচ টুর্নামেন্ট এ অংশ গ্রহন করে এবং খেলা বিস্তারে অবদান রাখে।

Alm

Bangladesh Rowing Federation

৭.৩ ঃ জেলার অধীনে অবস্থিত রোইং ক্লাব সমূহ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের নিবন্ধিকৃত ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত রোইং ক্লাব সমূহের ন্যায় ফেডারেশনের শর্তপূরণ করিলে এবং ফেডারেশন ঐ সমস্ত ক্লাবের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট হইলে তাদেরকে এফিলিয়েশন প্রদান ও সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ প্রদান করিতে পারবে।শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রেই উক্ত রোইং ক্লাব সমূহ ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবে।

৭.৪ ঃ **এফিলিয়েশনের নিয়ম ঃ**

ক) ঢাকা মহা নগরীতে এবং জেলায় আবস্থিত শুধুমাত্র রোইং ক্লাব বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের নির্দ্ধারিত আবেদন পত্রে নিবন্ধিকরনের জন্য ফেডারেশন বরাবরে আবেদন করতে হবে।

খ) প্রত্যেক আবেদনকৃত রোইং ক্লাব ফেডারেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত মডেল গঠনতন্ত্র অনুরুপে নিজস্ব গঠনতন্ত্র প্রনয়ণ করতে হবে।

গ) ফেডারেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পূরন সাপেক্ষে, ধার্যকৃত দেয় চাঁদা ও অন্যান্য আদায় প্রদান করতঃ নির্ধারিত আবেদন পত্র, নিজস্ব গঠনতন্ত্র, ক্লাব গঠনকল্পে প্রণীত কার্য বিবরনীতে সত্যায়িত কপি সমেত নিবন্ধন করনের জন্য ফেডারেশনে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

ঘ) ঢাকা মহানগরীর বাইরে গঠিত রোইং ক্লাব সমূহ উপরোল্লিখিত নিয়ম মোতাবেক জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে নিবন্ধন করনের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং ৮ ধারায় উল্লেখিত শর্ত পূরন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারবে।।

৭.৫ ঃ **এফিলিয়েশনের চাঁদা ও সাময়িক চাঁদা ঃ**

ক) সকল আওতা ভুক্ত/নিবন্ধিকৃত রোইং ক্লাব ও সংস্থা সমূহ বাৎসরিক ২০০/- (দুই শত) টাকা হারে আওতাভুক্তির চাঁদা বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট/নগদ প্রদানের মাধ্যমে প্রদান করবে। আওতাভুক্তির অগ্রিম চাঁদা প্রতি বৎসর ৩০ শে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী ২ বৎসর আওতাভুক্তির চাঁদা বকেয়া পড়লে আওতাভুক্তির যোগ্যতা সাময়িকভাবে বাতিল হবে।

খ) প্রত্যেক সংস্থা বা ক্লাব কোন বৎসর এফিলিয়েশন/আওতাভুক্তির ফি জমা না দিলে সে বৎসর ফেডারেশন পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতা বা কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন করতে পারবে না।

Alam

Bangladesh Rowing Federation ★ Dhaka. ★

৭.৬ ঃ **এফিলিয়েশন বাতিল ও নবায়ন ঃ**

ক) কোন আওতাভুক্ত সংস্থা বা রোইং ক্লাবের আওতাভুক্তির চাঁদা বকেয়া পড়লে গঠনতেন্ত্রর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য হবে।

খ) কোন আওতাভুক্ত সংস্থা বা রোইং ক্লাব ফেডারেশনের নীতিমালা পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হলে ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

গ) শৃঙ্খলা ভঙ্গ, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ড বা বিচার বিভাগ কর্তৃক দন্ডিত হলে আওতাভুক্ত সংস্থা/ রোইং ক্লাব এর আওতাভুক্তিকরণ বা নিবনন্ধিকরণ ফেডারেশন কর্তৃক একতরফাভাবে বাতিল হবে।

ধারা - ৮ ঃ **সাধারণ পরিষদ গঠন পদ্ধতি ঃ**

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় রোইং, ড্রাগন, সোয়ান, কেনোই, কাইয়াক, সেইলিং, পাওয়ার বোট প্রতিযোগিতা, জাতীয় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, জাতীয় যুব নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার ও অন্যান্য জাতীয় দিবস সমূহ আয়োজিত নৌকা ও অন্যান্য বোট প্রতিযোগিতায় যাহারা বিগত চার বছরের মধ্যে ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত যে কোন দুইটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেছে ও ফেডারেশনের ধার্যকৃত চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ সাপেক্ষে নিম্ন লিখিত নিবন্ধনকৃত রোইং ক্লাব সমূহ, বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহ, অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি বৃন্দ ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি বর্গকে নিয়ে অত্র ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ গঠিত হইবে।

ক) ঢাকা মহানগরী ও জেলার অধীনে গঠিত এফিলিয়েটেড/নিবন্ধিকৃত রোইং ক্লাব সমূহের প্রতিনিধি।

খ) প্রতিটি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি।

গ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি।

ঘ) বিভিন্ন সংস্থার সমূহের প্রতিনিধি।

ঙ) বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি।

চ) সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক।

ছ) বিশ্ব এবং এশিয়ায় সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে কর্মরত বাংলাদেশের প্রতিনিধি।

জ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মনোনীত ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট সংগঠক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও ২১ শে পদক প্রাপ্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব,আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, দানশীল ব্যক্তিত্ব ও স্পনসর ইত্যাদি হইতে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

Bangladesh Rowing Federation

ধারা - ৯ ঃ **সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়া ও ভোট প্রদানের যোগ্যতা ঃ**

৯.১ ঃ ধারা-৮ এর ক থেকে জ পর্যন্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সংগঠক, পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, দানশীল ব্যক্তি ও স্পনসর ইত্যাদি হইতে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দান করিবেন। উল্লেখিত সংস্থা সমূহ, নিবন্ধনকৃত ক্লাব সমূহ প্রতিনিধি বৃন্দ ও উপরে উদ্ধৃত মনোনীত ব্যক্তি সমূহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করিবে এবং এই সাধারণ পরিষদের সদস্য বৃন্দই শুধু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার সংরক্ষন করিবে। তবে কোন ক্লাব, জেলা, বিভাগ বা সংস্থার একাধিক প্রতিনিধি বা একাধিক ভোট থাকবে না।

ধারা - ১০ ঃ **সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বার্ষিক সাধারণ সভা ঃ**

১০.১ ঃ দায়িত্ব ও ক্ষমতা-

১০.১(১) ঃ সাধারণ পরিষদের ৩ ভাগের ২ ভাগ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বাতিল করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি লাগবে।

১০.১(২) ঃ সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করবে বিগত বছরের কর্মকান্ডের প্রতিবেদন সাধারণ পরিষদে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

১০.১(৩) ঃ সাধারণ পরিষদ পরবর্তী বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ এবং বাৎসরিক ক্রীড়া পঞ্জি অনুমোদন করবে।

১০.১(৪) ঃ সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভায় গোপন ব্যালট/হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে মোট সদস্যের ৩/৪ অংশ এর সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদের অদক্ষ ও অযোগ্য যে কোন সদস্যকে অপসারন করা যেতে পারে এবং সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অন্য যে কোন সাধারণ সদস্যকে অপসারিত সদস্যের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি লাগবে।

১০.২ ঃ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ঃ

১০.২(১) ঃ প্রতি বছর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ধারা ১১.১(১) থেকে ১১.১(৩) ধারা পর্যন্ত বিবরণ মোতাবেক কার্য সম্পাদন করবে।

Bangladesh Rowing Federation ★ Dhaka. ★

১০.২(২) ঃ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার ১ মাস পূর্বে সভার বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে।

১০.২(৩) ঃ কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ পরিষদে অংশ গ্রহনকারীদের তালিকা, গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৈরীর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/জেলা, সংস্থা এবং ক্লাব থেকে প্রতিনিধির নামের তালিকা সংগ্রহ ও প্রনয়ন (নাম ও পদবী সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার ১ মাস পূর্বে সম্পূর্ন করতে হবে।

ধারা - ১১ ঃ **সাধারণ/প্রাথমিক সদস্যপদ বাতিল হওয়ার কারণঃ**

১১.১ ঃ ফেডারেশনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কোন কাজ করলে।

১১.২ ঃ ফেডারেশনের গঠনতন্ত্র অমান্য করলে।

১১.৩ ঃ পর পর দুই বছর ধার্যকৃত ফেডারেশনের চাঁদা ও অন্যান্য দেয় পরিশোধ না করিলে।

১১.৪ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ কারনে অযোগ্য ঘোষিত হলে।

ধারা - ১২ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সাংগঠনিক অবকাঠামো ও গঠন পদ্ধতি ঃ** (এ বিশেষ ক্যাটাগরী)

১২.১ ঃ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন কার্যনির্বাহী পরিষদ নিম্নরূপ ভাবে গঠিত হয়-

ক) সভাপতি	ঃ ০১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত / নির্বাচিত)
খ) সহ-সভাপতি	ঃ ০৪ জন (নির্বাচিত)
গ) সাধারণ সম্পাদক	ঃ ০১ জন (নির্বাচিত)
ঘ) যুগ্ম সম্পাদক	ঃ ০২ জন (নির্বাচিত)
ঙ) কোষাধ্যক্ষ	ঃ ০১ জন (নির্বাচিত)
চ) কার্যনির্বাহী সদস্য	ঃ ১৫ জন (নির্বাচিত)
ছ) সদস্য	ঃ ০১ জন (কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মহিলা সদস্য মনোনীত)
সর্বমোট	= ২৫ জন

১২.২ ঃ নির্বাচনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথায় ১৬ তম দিন হইতে নব-নির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বলে ধরতে হবে।

Alam

Bangladesh Rowing Federation ★ Dhaka.

১২.৩ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, শাস্তিমুলক বহিস্কার অথবা অন্য কোন কারণে কোন পদ শূন্য হইলে কার্যনির্বাহী কমিটি নিজ সদস্য অথবা সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত শূন্য পদ পূরন করতে পারবে।

১২.৪ ঃ কোন কারনে কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ অর্থাৎ চার বছর পূর্তির পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে সে ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনাক্রমে সভাপতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে একটি এড্হক কমিটি গঠন করতে পারবে। এই কমিটি সর্বোচ্চ তিন মাস সময়ের জন্য হবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করবে ও উক্ত সময়ের সার্বক্ষনিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

ধারা - ১৩ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ঃ**

অত্র ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হবে।

ধারা - ১৪ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ঃ**

১৪.১ ঃ ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হবে।

১৪.২ ঃ ফেডারেশনের সকল সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন করবে।

১৪.৩ ঃ ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৪.৪ ঃ আওতাভুক্ত সকল সংস্থা ও সদস্যদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তির বিধান করবে এবং বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করবে।

১৪.৫ ঃ ফেডারশনের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি, উপ-কমিটি গঠন করবে এবং উক্ত কমিটি ও উপ-কমিটির সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি সঠিকভাবে তদারক ও বাস্তবায়ন করবে।

১৪.৬ ঃ ফেডারশনের কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রন করবে।

১৪.৭ ঃ সর্বক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে তবে কোন আওতাভুক্ত সংস্থা বা সদস্য কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে লিখিত প্রতিবাদ করলে সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য পেশ করবেন এবং উক্ত সভায় চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে।

১৪.৮ ঃ প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আয়োজন করা যাবে।

Bangladesh Rowing Federation

১৪.৯ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্য অত্র পরিষদের যে কোন পদাসীন ব্যক্তিকে ক্ষমতা অপব্যবহার, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা, ফেডারেশনের স্বার্থ বিরোধী কাজ করা, গঠনতন্ত্র অমান্য করার জন্য অনাস্থা বা অপসারন প্রস্তাব আনতে পারবে এবং তাহা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন করতে হবে।

১৪.১০ ঃ কার্যনির্বাহী কমিটির কোন সদস্য পর পর তিনটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সঙ্গত কারন ছাড়া অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উক্ত সদস্যকে কারন দর্শানো নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে, কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোসজনক না হলে পরবর্তী সভায় উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত কিংবা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে পারিবে, তাহার পরিবর্তে সাধারণ পরিষদ হইতে সদস্য অন্তভুর্ক্ত করা হইলে তাহা পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

ধারা - ১৫ ঃ **কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ**

১৫.১ ঃ সভাপতিঃ

১৫.১(১) ঃ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সকল কার্যবিবরনীতে, বিলে তিনি চূড়ান্ত অনুমোদন দান করবেন।

১৫.১(২) ঃ কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত ভোট প্রদান করতে পারবেন।

১৫.১(৩) ঃ সভাপতি জরুরী প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৫.১(৪) ঃ কোন কারনে তিনি দেশের বাহিরে অবস্থান করলে বা অসুস্থ থাকলে বা অন্য কোন কারনে ফেডারেশনের কার্য চালাতে অপারগ হলে তিনি সহ-সভাপতি মন্ডলির যে কোন এক জনের উপর ফেডারেশনের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে বিবেচিত হবে।

১৫.১(৫) ঃ তাৎক্ষনিকভাবে সভাপতির পদ শূন্য হলে কিংবা সরকার কর্তৃক সভাপতি মনোনয়নে বিলম্ব হলে কিংবা সরকার মনোনীত সভাপতিকে প্রত্যাহার করলে কার্যনির্বাহী পরিষদ আলোচনার মাধ্যমে নতুন সভাপতি নিয়োগের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সহ-সভাপতি মন্ডলির মধ্য থেকে যে কোন একজনকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব অর্পন করতে পারবেন। এইভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত সভাপতি ফেডারেশনের সভাপতির অনুপস্থিতিতে বা সভাপতির সম্মতিক্রমে বা কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে সভাপতির অনুরূপ দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হবেন।

Alam

Bangladesh Rowing Federation

১৫.২ ঃ **সহ-সভাপতিঃ**

কার্যনির্বাহী পরিষদের ঘোষিত সভায় সভাপতি কোন কারনে উস্থিত থাকতে না পারলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তাৎক্ষনিকভাবে সহ-সভাপতি মন্ডলীর যে কোন একজনের নাম প্রস্তাব করবেন এবং তিনি ঘোষিত তারিখের সভার সভাপতি বলে বিবেচিত হবেন। তাছাড়া ১৫.১(৪) এবং ১৫.১(৫) এর ধারা মোতাবেক সভাপতির অনুপস্থিতে যে কোন একজন সহ-সভাপতি যিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভা সমূহ/সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতির যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫.৩ ঃ **সাধারণ সম্পাদক ঃ**

১৫.৩(১) ঃ তিনি ফেডারেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। ফেডারেশনের সঠিক কল্যানে নিয়োজিত থাকবেন এবং সভাপতির সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৫.৩(২) ঃ তিনি সভাপতির অনুমতি গ্রহন করে সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি কার্যবিবরনীতে লিপিবদ্ধ করবেন এবং পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে অনুমোদন গ্রহন করবেন।

১৫.৩(৩) ঃ তিনি অত্র ফেডারেশন সংক্রান্ত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং প্রধান নির্বাহী পদাধিকারী হিসাবে ফেডারেশনের যাবতীয় কার্যক্রম এর পরিকল্পনা প্রনয়ন, বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন কর্মকান্ড সরাসরি পরিচালনা ও তদারকি করবেন।

১৫.৩(৪) ঃ তিনি ফেডারেশনের কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

১৫.৩(৫) ঃ তিনি সভাপতি অথবা কোষাধ্যক্ষ এর সঙ্গে যুক্ত স্বাক্ষরে ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৫.৩(৬) ঃ ফেডারেশনের জরুরী খরচ মেটানোর জন্য তিনি ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা মাত্র ইমপ্রেষ্ট অর্থ তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে হাতে রাখতে পারবেন এবং খরচ শেষে সমন্বয় সাধন করবেন।

১৫.৩(৭) ঃ তিনি সকল সভা পরিচালনা করবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দ বাদে সকল দপ্তরের কাজের তদারকি করবেন এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ প্রদান করবেন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবেন।

Bangladesh Rowing Federation

১৫.৩(৮) ঃ তিনি সরকারী অনুদান ছাড়াও পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ ও অর্থযোগানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

১৫.৪ ঃ **যুগ্ম সম্পাদক ঃ**

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক-১ সাধারণ সম্পাদক/নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করবেন। যুগ্ম সম্পাদক-২ সাধারণ সম্পাদক/কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তার উপরঅর্পিত যে কোন দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করবেন। যুগ্ম সম্পাদক-১, যুগ্ম সম্পাদক-২ সাধারণ সম্পাদকের পরিবর্তে যে কোন সাব/উপ-কমিটির পদাধিকার বলে কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সদস্য থাকবেন।

১৫.৫ ঃ **কোষাধ্যক্ষ ঃ**

১৫.৫(১) ঃ তিনি ফেডারেশনের পক্ষে সকল অর্থ সংগ্রহ ও গ্রহন করবেন। সংগ্রহীত অর্থ ব্যাংকে ফেডারেশনের হিসাবে জমা দিবেন এবং ফেডারেশনের আয় ও ব্যয় এর হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

১৫.৫(২) ঃ অডিটর কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব এবং বাৎসরিক আয় ব্যয় এর তালিকা তিনি কার্যকরী ও সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

১৫.৫(৩) ঃ তিনি ফেডারেশনের তহবিলের রক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫.৫(৪) ঃ তিনি ফেডারেশনের ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যতম যুগ্ম স্বাক্ষরকারীর দায়িত্ব পালন করবেন।

১৫.৫(৫) ঃ সাব/উপ-কমিটি গুলো কার্য সম্পাদনে অর্থের সংযোগ থাকলে তিনি পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য থাকবেন।

১৫.৬ ঃ **কার্যনির্বাহী সদস্য ঃ**

প্রত্যেক কাজে নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য মতামতের দিক থেকে কার্যনির্বাহী পরিষদেও যে কোন পদের সমমানের বলিয়া বিবেচিত হবেন। তাহারা পরিষদের কোন প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থন করতে পারবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তাহারা ফেডারেশনের যে কোন কার্য পরিচালনা করতে পারবেন এবং ফেডারেশনের উন্নতিকল্পে আর্থিক সহায়তা হিসেবে অর্থ যোগানোর ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকবেন।

Bangladesh Rowing Federation

ধারা - ১৬ ঃ **কার্য বৎসর ঃ**

১৬.১ ঃ বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের কার্যকাল ধরা হবে চলতি বছর ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছর ৩০ শে জুন।

১৬.২ ঃ এই বৎসরের ভিত্তিতে ক্রীড়াপঞ্জী ও বাজেট এবং অন্যান্য কার্যক্রম প্রস্তুত করতে হবে।

ধারা - ১৭ ঃ **অর্থ বৎসর ঃ**

অর্থ বৎসর ধরা হবে ১ লা জুলাই থেকে পরবর্তী বৎসরের ৩০ শে জুন পর্যন্ত।

ধারা - ১৮ ঃ **সভার বিজ্ঞপ্তি ঃ**

১৮.১ ঃ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তত ৩০ দিন পূর্বে সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

১৮.২ ঃ সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

১৮.৩ ঃ সুনির্দিষ্টভাবে কমপক্ষে ৫ দিন পূর্বে সাব কমিটি ও উপ-কমিটি সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

১৮.৪ ঃ সাব কমিটি ও উপ-কমিটি জরুরী সভার বিজ্ঞপ্তি ২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পূর্বে জারি করে জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে।

১৮.৫ ঃ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা-২৪ ঘন্টা বা ১ দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আহ্বান করা যাবে। জরুরী সভায় একটি মাত্র আলোচ্যসূচী আলোচনা করতে পারবে।

ধারা - ১৯ ঃ **সভার কোরাম ঃ**

১৯.১ ঃ সাধারণ পরিষদের, কার্যনির্বাহী পরিষদের, সাব ও উপ-কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম বলে বিবেচিত হবে।

১৯.২ ঃ জরুরী সভা এবং মূলতবী সভার কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

Bangladesh Rowing Federation Dhaka.

ধারা - ২০ ঃ **বিশেষ সভা/তলবি সভা/মূলতবী সভা ঃ**

২০.১ ঃ সাধারণ পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফেডারেশনের সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় নূন্যপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবে।

২০.২ ঃ সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সভা যদি কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হইতে না পারে তবে অনঅনুষ্ঠিতব্য তারিখ ও সময়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পরবর্তী মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে, এরুপ ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হবে না।

২০.৩ ঃ ফেডারেশনের জরুরী প্রয়োজনে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক ৪৮ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে তলবি সভা আহ্বান করতে পারবেন। এরুপ ক্ষেত্রেও কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা - ২১ ঃ **সাধারণ সভা ও আলোচ্যসূচী ঃ**

২১.১ ঃ প্রতি বৎসর জুলাই মাসে অথবা ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক স্থিরকৃত অন্য কোন সময়ে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২১.২ ঃ সাধারণ সভার আলোচ্যসূচী ঃ

২১.২(১) ঃ গঠনতন্ত্র অনুমোদন বা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন করন।

২১.২(২) ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান (সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক)।

২১.২(৩) ঃ সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন অনুমোদন।

২১.২(৪) ঃ অডিটর বা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ।

২১.২(৫) ঃ প্রয়োজনে উত্তাবিত অন্য কোন আলোচ্যসূচী।

ধারা - ২২ ঃ **ফেডারেশনের কার্যক্রম ও হিসাব পর্যবেক্ষণ ঃ**

২২.১ ঃ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও মন্ত্রনালয়ের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা গন সংক্ষিপ্ত নোটিশে ফেডারেশনের যে কোন কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবেন।

Bangladesh Rowing Federation Dhaka.

২২.২ ঃ মন্ত্রনালয় বা ক্রীড়া পরিষদের জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ফেডারেশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যবেক্ষন করতে পারবেন।

২২.৩ ঃ প্রতি অর্থ বৎসর শেষে ১৫ দিনের মধ্যে অর্থ্যাৎ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভার পূর্বেই মনোনীত অডিটরেরর মাধ্যমে অডিট সম্পন্নকরতে হবে যাহা সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

২২.৪ ঃ সাধারন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আয়-ব্যয়ের অডিট রিপোর্ট চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং তার কপি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/মন্ত্রনালয়ে দাখিল করতে হবে।

২২.৫ ঃ ফেডারেশনের আভ্যন্তরীন হিসাব নিরীক্ষার জন্য ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ধারা মোতাবেক একটি আভ্যন্তরীন অডিট গঠন করতে পারবে।

ধারা - ২৩ ঃ **ফেডারেশনের তহবিল** ঃ

২৩.১ ঃ সরকার, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জাতীয় অলিম্পিক কমিটি হইতে প্রাপ্ত অনুদান, বিদেশ হইতে প্রাপ্ত অনুদান, পৃষ্ঠপোষক, ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত চাঁদা/দানের অর্থ টিকেট বা বিজ্ঞাপন লব্ধ অর্থ এবং আওতাভুক্ত ক্রীড়া সংস্থা, নিবন্ধনকৃত রোইং ক্লাব সমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ হবে ফেডারেশনের তহবিলের উৎস।

২৩.২ ঃ ফেডারেশনের তহবিল, ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত তফসিলি ব্যংকে রক্ষিত থাকবে।

২৩.৩ ঃ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে ফেডারেশনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

ধারা - ২৪ ঃ **বিভিন্ন সাব / উপ-কমিটি গঠন** ঃ

২৪.১ ঃ (ক) টুর্নামেন্ট কমিটি (খ) কোচিং কমিটি (সিনিয়র/জুনিয়র)
(গ) সিলেকশন কমিটি (ঘ) আম্পায়ার ও বিচারক কমিটি (সিনিয়র/জুনিয়র)
(ঙ) প্রেস ও পাবলিসিটি কমিটি (চ) অর্থ কমিটি
(ছ) আভ্যন্তরীন অডিট কমিটি (জ) উন্নয়ন কমিটি

২৪.২ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন বোধে এসব কমিটি বিলুপ্ত ও পুনঃগঠন করতে পারবে।

Bangladesh Rowing Federation Dhaka.

ধারা - ২৫ ঃ **নির্বাচন** ঃ

২৫.১ ঃ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ শেষে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

২৫.২ ঃ নির্বাচন কমিশন, বিধিমালা প্রনয়ন, সিডিউল প্রদান, কাউন্সিলার চূড়ান্তকরন সহ যাবতীয় কার্যাদি পালন পূর্বক নির্বাচন করবে।

২৫.৩ ঃ এই গঠনতন্ত্রের অন্যত্র অনুচ্ছেদে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে যাহাই বর্ননা করা থাকুক, নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন বোধে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা ছাড়াও ভোটারদের নির্দিষ্ট স্থানে আহ্বান পূর্বক নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবে।

ধারা - ২৬ ঃ **আওতাভুক্ত সদস্য বিষয়ক নীতিমালা** ঃ

ক) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের আওতাভুক্ত সকল রোইং ক্লাব সমূহ গনতান্ত্রিক ধারায় নির্বাচিত হবে এবং ৭.২ ধারায় আওতাভুক্ত সংস্থা গুলি নিজস্ব গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচিত হবে এবং সকল নিবন্ধনকৃত ক্লাব সংস্থা গুলি নিজস্ব এলাকায় সকল নৌকা প্রতিযোগিতার কর্মকান্ড পরিচালনা বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রন করবে।

খ) ফেডারেশনের নিবন্ধনকৃত ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত ও জেলার অধীনে গঠিত রোইং ক্লাব সমূহ ফেডারেশনের প্রত্যক্ষ সরবরাহকৃত মডেল গঠনতন্ত্র অনুরুপ নিজস্ব গঠনতন্ত্র প্রনয়ন করবে এবং উক্ত গঠনতন্ত্র অনুরুপ পরিচালিত হবে।

গ) আওতাভুক্ত সংস্থা/রোইং ক্লাব বছরান্তে স্বীয় এলাকার নৌকা বাইচ কর্মকান্ডের প্রতিবেদন বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনে প্রেরন করবে।

ঘ) স্থানীয় ভাবে নৌকা বাইচ কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলে অথবা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ জাতীয় রোইং নৌকা ড্রাগন বোট প্রতিযোগিতার আন্তঃজেলা রোইং/নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা চার বছরের যে কোন দুই বছর প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন না করলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহন না করা পর্যন্ত আওতাভুক্ত নিবন্ধনকৃত সদস্যপদ বাতিল যোগ্য হবে।

Bangladesh Rowing Federation Dhaka.

ঙ) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন ও আওতাভুক্ত সদস্য সংস্থার মধ্যে বিধিগত বা নীতিগত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই ক্ষেত্রে বিষয়টির গুরত্ব স্বাপেক্ষে গঠনতন্ত্রের ধারা-৩৬ এর (খ) প্রযোজ্য হবে।

চ) ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রের ধারা-৮ এ উল্লেখিত আওতাভুক্ত সংস্থা সমূহের পরিচালনা কমিটিতে উক্ত সংস্থা যে কোন খ্যাতনামা রোয়ার/রোইং সংগঠক/ রোইং প্রশিক্ষক/ রোইং আম্পায়ার/রোইং ক্লাব প্রতিনিধিদের অন্তভুক্ত করতে হবে।

ছ) আওতাভুক্ত সংস্থা ফেডারেশনের বার্ষিক কর্মকান্ডের সহিত সমন্বয় সাধন করে বার্ষিক ক্রীড়া পঞ্জি প্রণয়ন করবে।

ধারা - ২৭ ঃ **আওতাভুক্ত সদস্য বিষয়ক নীতিমালা** ঃ

ক) কোন আওতাভুক্ত বা নিবন্ধনকৃত সংস্থা বা রোইং ক্লাব ফেডারেশনের অনুমোদিত কোন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানের জন্য ফেডারেশনের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন তহবিল সংগ্রহ করতে পারবে না। এই অমান্যকারী সংস্থা বা ক্লাব সমূহের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

খ) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, জাতীয় যুব প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত যে কোন রোইং/নৌকা বাইচ/কেনোই/কাইয়াক/পাওয়ার ও সেইলিং বোট প্রতিযোগিতার আওতাভুক্ত সংস্থা ও নিবন্ধনকৃত ক্লাব সমূহকে অংশ গ্রহন করতে হবে।

ধারা - ২৮ ঃ **খেলোয়ার নিবন্ধিকরন** ঃ

ক) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের আওতাভুক্ত সকল সংস্থা বা রোইং ক্লাব সমূহের সকল রোয়ার/খেলোয়ার, ফেডারেশনের নিবন্ধন করতে হবে। উপযুক্ত নিবন্ধিকরন ছাড়া কোন রোয়ার/খেলোয়ার কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করতে পারবে না।

খ) নিবন্ধিকৃত যে কোন রোয়ার/খেলোয়ার, জাতীয় স্বার্থে অথবা ফেডারেশনের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে ফেডারেশনের উপস্থিতি ঘোষনায় উপস্থিত থাকতে বাধ্য থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট রোয়ার/খেলোয়ার এর নিয়ন্ত্রক সংগঠন তাৎক্ষনিক ভাবে সেই রোয়ার/খেলোয়ারগনকে ছাড়পত্র প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

Bangladesh Rowing Federation

ধারা - ২৯ ঃ **বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন ও বিদেশী দলকে আমন্ত্রণ ঃ**

ক) ফেডারেশনের আওতাভুক্ত কোন সদস্য সংস্থা /রোইং ক্লাব নিজস্ব প্রষ্টোয় বিদেশে রোইং, সোয়ান, ড্রাগন, কেনোই, কাইয়াক, পাওয়ার ও সেইলিং টিম প্রেরন পূর্বে ফেডারেশনের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন করবে।

খ) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের আওতাভুক্ত কোন সদস্য সংস্থা /রোইং ক্লাব নিজ প্রচেষ্টায় কোন বিদেশী দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাতে আগ্রহী হলে ফেডারেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহন করবে ।

গ) বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে যে কোন সময় কোন বিদেশী দলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ বা বিদেশে জাতীয় রোইং/ ড্রাগন বোট/সোয়ান বোট/কেনোই/কাইয়াক/পাওয়ার/সেইলিং বোট টিম এবং সংশ্লিষ্ট খেলায় প্রশিক্ষনের জন্য খেলোয়ার দল প্রেরণ করার সার্বিক অধিকার সংরক্ষণ করবে।

ধারা - ৩০ ঃ **প্রতিযোগিতা বিধি ও উপবিধি ঃ**

ক) ফেডারেশন আয়োজিত ও পরিচালিত সকল প্রতিযোগিতার ভিন্ন ভিন্ন বিধি থাকবে এবং সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা পরিচালিত হবে।

খ) ফেডারেশন আওতাভুক্ত কোন সংস্থা বা রোইং ক্লাব কোন উন্মুক্ত বা আমন্ত্রণ মূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার পূর্নাঙ্গ বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন এবং ফেডারেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে। অনুমোদন পাওয়া সাপেক্ষে উক্ত প্রযোগিতা পরিচালনা করতে পারবে।

ধারা - ৩১ ঃ **গঠনতন্ত্রের বিধি ও উপবিধির ব্যাখ্যা ঃ**

ক) বাংলাদেশের রোইং ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনতন্ত্রের যে কোন বিধি বা উপ বিধি ব্যখ্যা দান বিষয়ে অধিকারী থাকবেন। ফেডারেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং উহা মেনে চলা সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক হবে।

খ) ফেডারেশনের কোন বিধি, উপ-বিধির বা তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহন করা যাবে না। অবশ্য গঠনতন্ত্রের বিধি, উপ-বিধির অথবা তৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোন আইনানুগ জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সম্মতিক্রমে তৃতীয় কোন মধ্যস্থতায় জটিলতার সমাধান করা যেতে পারে।

Alam

Bangladesh Rowing Federation